১৩ মার্চ, ২০১৪

ফের হামলা মাওবাদীদের

অরুণ জেটলি, রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা

ফের হামলা চালাল মাওবাদীরা। ছত্তিসগড়ে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে সিআরপিএফ ও রাজ্য পুলিশ বাহিনীর কয়েকজন সদস্যকে খুন করেছে মাওবাদীরা। দেশরক্ষার কাজ করতে দিয়ে তাঁরা শহিদ হয়েছেন।

মাওবাদী হুমকির মোকাবিলা দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। মধ্য ভারতের আদিবাসী অধ্যুষিত কয়েকটা জেলা মাওবাদীদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণে। এই সব এলাকায় মাওবাদী দাপট বেশি। এই অঞ্চলে গড়পড়তা মানুষ নিপীড়িত। এখানে জেলা প্রশাসনের নির্দেশ বিশেষ কাজ করে না। গ্রাম থেকে মাওবাদীরা কর সংগ্রহ করে। তারা প্রতিটি গ্রামে অর্থ দিয়ে একজন করে স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করেছে। তাদের হাতে প্রচুর অস্ত্র রয়েছে। মাওবাদীরা মতাদর্শচ্যুত নয়। তারা সমাজ সংস্কারকও নয়। মাওবাদ দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি নয়। এই আন্দোলনের লক্ষ্য ভারতে সংসদীয় ব্যবস্থাকে উচ্ছেদ করে মতাদর্শগত একনায়কতন্ত্র কায়েম করা। মাওবাদী আদর্শের মধ্যে গণতন্ত্র নেই, স্বাধীনতা নেই, বাঁচার অধিকার নেই। নেই বাক স্বাধীনতা ও আইনের শাসন। মানুষকে এক ধরনের অত্যাচারের শিকার হতে হবে যা বিশ্বে মতাদর্শগত একনায়কতন্ত্রে কী হয় তা সবাই জানেন।

কীভাবে মাওবাদের প্রতিরোধ করা যাবে? মাওবাদী এলাকার একমাত্র আর্থিক উন্নয়ন হলেই মাওবাদ চলে যাবে বলে কিছু দরদি মানুষ তথ্য খাঁড়া করার চেষ্টা করলে আমরা কি তা মেনে নেব? এটা কিন্তু অর্ধসত্যও নয়। মাওবাদী প্রভাবিত এলাকায় যে কোনও সরকার শান্তি পুনরুদ্ধার করার জন্য ঢুকতে যাওয়ার প্রাক শর্তের নজির রয়েছে। এলাকা ল্যান্ডমাইন মুক্ত করতে হবে। ব্যক্তিগত বাহিনীর মজুত অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করতে হবে। সাধারণ নাগরিকদের থেকে তোলা আদায় বন্ধ করতে হবে। কীভাবে জেলা প্রশাসন ও পূর্ত বিভাগ এলাকায় ঢুকে রাস্তঘাট, স্কুল, কলেজে, হাসপাতাল, পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণ সহ উন্নয়নমূলক কাজ করবে?

এলাকায় অস্ত্র সরবরাহের যোগসূত্র ধ্বংস করতে হবে। সীমান্ত পারে থেকে চোরাপথে আসা অস্ত্র ও পুলিশের কাছ থেকে লুঠ করা অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল মাওবাদীরা। তারা মনে করে শত্রুর অস্ত্রাগারই তাদের অস্ত্রভাণ্ডার। এ ক্ষেত্রে শত্রু হল পুলিশ।

এই হিংসার হাতে ভারতের সাধারণ নাগরিক ও পুলিশকে কতদিন আর বলিপ্রদত্ত হতে হবে?

এই হিংসার হাতে ভারতের সাধারণ নাগরিক ও পুলিশকে কতদিন আর বলিপ্রদত্ত হতে হবে? কতদিন এই সব অঞ্চলের উন্নয়ন স্তব্ধ হয়ে থাকবে? আদিবাসীদের কল্যাণে নির্মিত বিভিন্ন ভবন ও সম্পত্তির ধ্বংস করার চেষ্টা হলে আমরা কি ছেড়ে দেব? স্পষ্ট করতে হবে যে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর প্রথম অধিকার আদিবাসীদেরই। মাওবাদীদের থেকে আদিবাসীদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। মাওবাদের বিরুদ্ধে আধা লড়াই করলে চলবে না। দেশের পূর্ণ শক্তি দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে।